প্রথম আলো

তারিখ 29 SEP 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলের এক গ্রুপ প্রতিপক্ষের ৪০টি কক্ষ ভাঙচুর করেছে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মঙ্গলবার রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের ক্যাডাররা মীর মশাররফ হোসেন হলের সভাপতি গ্রুপের নেতা-কর্মীদের ৪০টি কক্ষ ভাঙচুর এবং পাঁচ কর্মীকে মারধর করে। এক পর্যায়ে দু গ্রুপের ক্যাডাররা মুখোমুখি অবস্থান নিলে ২০-২৫ রাউন্ড গুলি ও ১০-১৫টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে একটি কনসার্ট অনুষ্ঠানে আসন নিয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে সাধারণ সম্পাদক নজমুল হাসান অতি গ্রুপের কর্মীরা আকাশ নামের এক সাধারণ ছাত্রকে বেধড়ক পেটায়। সভাপতি পারভেজ মল্লিক গ্রুপের মীর মশাররফ হোসেন হলের কয়েকজন কর্মী তাকে উদ্ধার করতে গেলে তাদের সঙ্গেও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মীদের হাতাহাতি হয়।

সূত্র মতে, এ ঘটনার জের ধরে রাত পোনে ১১টার দিকে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের ১৫-১৬ জন ক্যাডার সভাপতি গ্রুপ সমর্থক অন্তিক, আরাফাত, সজীব ও কামালকে প্রহার করে। একই গ্রুপের ৫০-৬০ জন ক্যাডার মীর মশাররফ হোসেন হলে ঢুকে বি ব্লকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় প্রতিপক্ষের ৪০টি কক্ষ ভাঙচুর করে। পরে হল গেটে দু গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান নিলে গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের শব্দে ক্যাম্পাস কেঁপে ওঠে।

জানা যায়, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর মাফরুহী সাত্তার ও প্রাধ্যক্ষ ড. শামসুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রদল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সংগঠনের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসলে দু গ্রুপ সমঝোতায় আসে।

মঙ্গলবার রাতেই হলের আবাসিক শিক্ষক গোলাম মোয়াজ্জেমকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাফিজুর রহমান এ ঘটনাকে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন। ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর মাফরুহী সাত্তার প্রথম আলোকে বলেন, 'গোলাগুলির শব্দ শুনেছি তবে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই বলে মন্তব্য করতে চাই না।' তিনি জানান, ছাত্রদল নেতারা এ ধরনের ঘটনা আর ঘটাবে না বলে কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দিয়েছেন।

ছাত্রদল সভাপতি সহিংসতার কথা স্বীকার করে বলেন, প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'দুই ভাইয়ের মধ্যে মারামারি হতেই পারে। তবে তা সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে।'